এমপি আনার হত্যায় জড়িত সন্দেহেভাজন আওয়ামী লীগ নেতা আটক

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার ঘটনায় সন্দেহভাজন এক আওয়ামী লীগ নেতা কাজী কামাল আহম্মেদ বাবু ওরফে গ্যাস বাবুকে আটক করেছে গোয়েন্দা সংস্থা (ডিবি) পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার (৬ জুন) রাতে ঝিনাইদহ শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে ঢাকার ডিবি পুলিশের একটি দল তাকে আটক করে। আটক কৃতএই বাবু ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক।

ধারণা করা হচ্ছে, এমপি আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার অন্যতম আসামি শিমুল ভূঁইয়ার নিকট আত্মীয় বাবু। আনার হত্যা কাণ্ডে তার কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শাহীন উদ্দিন জানান, রাতে ঢাকা থেকে থেকে ডিবি পুলিশ ঝিনাইদহে এসেছিল। তারা বাবুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে নিয়ে গেছে। তবে কোন মামলায় গেছে আমি তা নিশ্চিত বলতে পারছি না।

উল্লেখ, গত ১২ মে পরিবারকে চিকিৎসার কথা বলে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ড হয়ে ভারতে যান এমপি আনোয়ারুল আজীম আনার। ওঠেন পশ্চিমবঙ্গে বরাহনগর থানার মণ্ডলপাডা লেনে গোপাল বিশ্বাস নামে এক বন্ধুর বাড়িতে। পরদিন ডাক্তার দেখানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন এ সংসদ সদস্য। নিখোঁজের প্রায ১০ দিন পর গত বুধবার ২২ মে আনার হত্যার বিষযটি সামনে আসে।

এই হত্যাকান্ড নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভ্রান্তিকর তথ্য আসছে। এরই মধ্যে আনার হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে বাংলাদেশে গ্রেপ্তার তিন আসামি শিমুল ভূঁইযা ওরফে আমানুল্লাহ, তানভীর ভূঁইয়া ও শিলাস্তি রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এর ভিত্তিতে হত্যা-রহস্য উদঘাটন ও ভারতের তদন্ত দলকে সহায়তার জন্য ২৬ মে প্রতিনিধি দল নিয়ে কলকাতায় যান ডিবিপ্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

ঝিনাইদহে সাংবাদিকের রহস্যময় মৃত্যু, জড়িত সন্দেহে দুই মহিলা গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সদস্য দৈনিক জবাবদিহি প্রত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মোঃ সেলিম মিয়ার মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দেহের দানা বেধেছে। এই মৃত্যুর সাথে জড়িত সন্দেহে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রথমে সড়ক দূর্ঘটনায় সেলিমের মৃত্যু হয়েছে জানা গেলেও শরীরের কোথাও আঘাতের চিহ্ন না থাকায় তাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা অথবা অন্য কোনভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ এবং পরিবারের কাছে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শহরের হামদহ এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী একটি মটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে তিনি মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। পরে তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে দিবাগত রাত ২ টার দিকে মৃত্যু ঘটে।

এম সেলিম মিয়া (৫৩) দৈনিক জবাবদিহি পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ও ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

নিহত’র জামাই ইমতিয়াজ আহমেদ জানান, বগুড়া থেকে ফিরে এসে রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ব্যক্তিগত কাজে আলফালাহ হাসপাতাল এলাকায় যান তার শশুর। কাজ শেষে করে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী মোটর সাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি রাস্তায় পড়ে মাথায় আঘাত পান। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও পরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত ২ টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত’র স্ত্রী মমতা বেগম জানান, তার স্বামীর হার্টের রোগ ছিল। চিকিৎসকরা তাকে জানিয়েছেন মাথার আঘাতে রক্তক্ষরণ ও কার্ডিয়াক সমস্যায় তার মৃত্যু হয়েছে। সড়ক দূঘটনায় আঘাতের যে ধরনের চিহ্ন থাকে তার শরীরে এমন কোন ক্ষত চিহ্ন পাওয়া যায়নি। যে দুই মহিলা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে তাদের স্বীকারোক্তি মতে